যুগান্তর

তারিখ ... 10 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

দুর্নীতি অনিয়ম ও অদক্ষতায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রায় অচল

তাবারক উল্লাহ্ কায়েস, *কুমিল্লা থেকে*

সরকারি বরাদ্দের টাকা পেয়েও কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়নি। নিশ্চিত করা হয়নি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কোন সুযোগ-সুবিধা। ব্যয় করতে না পারার কারণে গত দেড় বছরে ফেরত গেছে দেড় কোটি টাকারও বেশি। ৮৮ পদের মধ্যে নিয়োগ হয়েছে ৫৩ পদে। বর্তমানে শিক্ষকসহ জনবল সঙ্কট তীব্র। অনিয়মের অভিযোগে মন্ত্রণালয় জনবল নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। উপাচার্যের অদক্ষতা, ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি। কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কার্যত অচল হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজস্বের অধীনে প্রথম সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া যায় ৭৩ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ৬ মাসে ওই অর্থ ব্যয় করার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেবল বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয় করেছে মাত্র ৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫.৪৩ ভাগ। অব্যয়িত ৬৯ লাখ ৫৭ হাজার টাকা ফেরত গেছে। ৬ মাসের এ বরাদ্দের মধ্যে বেতন ভাতার ৫৮ লাখ ৫৩ হাজার টাকা ছাড়াও সরবরাহ ও সেবা (সাধারণ) খাতে ১০ লাখ, সরবরাহ ও সেবা (শিক্ষা) ৫ লাখ, মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (রক্ষণাবেক্ষণ) খাতে ২ লাখ টাকা রয়েছে। এত টাকা বরাদ্দ থাকার পরও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন টাকা ব্যয় করা হয়নি। একই চিত্র ২০০৭-০৮ অর্থবছরেও। এ অর্থবছরে মোট সরকারি বাজেট বরাদ্দ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এ অর্থবছরে প্রথম ৬ মাসে (জুন-ডিসেম্বর) ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ৩৫ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। এর মধ্যে বেতন ও ভাতা বাবদ ৩৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। বাকি ৬ মাসের হিসাব এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ অর্থবছরেও প্রয়োজনীয় সব খাতে সরকার অর্থ বরাদ্দ দেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ: সরবরাহ ও সেবা (সাধারণ আনুষঙ্গিক) খাতে ৩০ লাখ, সরবরাহ ও সেবা (শিক্ষা আনুষঙ্গিক) ২০ লাখ টাকা। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত ১৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ৮ হাজার ৫৯৫ টাকা। খরচের অগ্রগতি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৯০ লাখ বরাদ্দ দিয়েও পরে ৯০ লাখ টাকা কার্টেল (কমিয়ে দেয়) করে। বাকি ৯০ লাখ টাকাও খরচ করতে পারেনি বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। মঞ্জুরি কমিশনের হিসাব শাখা জানায়, মোট ১ কোটি ৫৯ লাখ ৫৭ হাজার টাকা ফেরত নেয়া হয়েছে। ব্যয়ের ক্রমাবনতির ধারাবাহিকতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাত্র ১ কোটি ৪০ লাখ টাকার বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বিকাশের পরিবর্তে অর্থ সংকটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৫৭টি পদ সরকার অনুমোদন দেয়। তবে প্রথম পর্যায়ে ৮৮ পদে জনবল নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয় এবং গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে জনবল নিয়োগের জন্য অর্থ মঞ্জুরি দেয়। জানা যায়, পদ পছন্দের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা দেয়। সে মতে, ৬ জন অধ্যাপক, ৬ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৮ জন সহকারী অধ্যাপক, ৮ জন প্রভাষকসহ মোট ২৪ জন শিক্ষক, ৪৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মোট ৬৯ জন লোকবল নিয়োগের জন্য পৃথক ২টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০০৬ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে প্রকাশ করা হয়। ওই বছরের মে মাসে প্রথম জনবল নিয়োগ শুরু করা হয়। জানা যায়, ৮৮ পদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৩ জন জনবল নিয়োগ করে। এদের মধ্যে ২ জন অধ্যাপক গত বছরের নভেম্বর, ৩ জন সহকারী অধ্যাপক ও ১২ জন প্রভাষক মে মাসে যোগদান করেন। রেজিস্ট্রার যোগদান করেন নভেম্বরে, অপরাপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মে ও জুনে। জানা যায়, ৪ জন অধ্যাপক, ৮ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৫ জন সহকারী অধ্যাপকের পদ দীর্ঘ সময়েও কর্তৃপক্ষ পূরণ না করার কারণে শিক্ষক সংকট সৃষ্টি হয়েছে।